২০২১-২০২২

পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষা প্রসার

ও

গ্রন্থাগার পরিষেবা খাতে

ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব উপস্থাপন প্রসঙ্গে বিবৃতি

দাবি নং ১৪

জনাব সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী - জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের বাজেট বরাদ্দ পেশ করছি।

মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে ১৪ নং দাবির অন্তর্গত '২২০২-সাধারণ শিক্ষা', '২২০৫-কলা ও সংস্কৃতি', '২২৩৫-সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ', '২২৫১-সচিবালয় সামাজিক পরিষেবা', '২৫১৫-অন্যান্য গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প', '৪২০২-শিক্ষা, খেলাধূলা, কলা ও সংস্কৃতি মূলধনী ব্যয়', '৪২৩৫- সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ মূলধনী ব্যয়'- এই খাতগুলিতে ২০২১-২০২২ আর্থিক বছরের জন্য মোট ৩৮১,৫৬,২৩,০০০/- (তিনশত একাশি কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। ২০২১-২০২২ সালের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ১৪ নং দাবির উপরিউক্ত খাতগুলিতে প্রস্তাবের অন্তর্গত।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সভার মাননীয় সদস্যদের অবহিত করতে চাই যে মা-মাটি মানুষের সরকারের সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপের ফলে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের সামগ্রিক কার্যকলাপের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তন শুধু রাজ্যস্তরেই সীমাবদ্ধ নয় তৃণমূল স্তরেও এই পরিবর্তন মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন। মাননীয় সদস্যবৃন্দ শুনে খুশি হবেন যে বিভাগীয় কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা একটি সম্পূর্ণ নতুন মানদণ্ড প্রবর্তন করেছি। সকলকে সঙ্গে নিয়ে এবং মা মাটি মানুষের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সমস্ত কাজ পরিচালনা করাই হল আমাদের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য যা অতীতে কখনো ভাবাই যেত না। আমাদের লক্ষ্যই হল সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া। যে সমস্ত মানুষের যোগ মাটির সাথে, আমাদের ভাবনা তাদের জন্যেই। আমরা শুধুমাত্র অতীতের অব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে নীতিগত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিনি, আমরা গ্রহণ করেছি কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ যাতে করে এই দপ্তরের অধীন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যালয়গুলি সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে। এটি বলা নিষ্প্রয়োজন যে অতীতে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা লাইব্রেরীগুলি ছিল কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত।

আমি এটা মাননীয় সদস্যদের জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পেরেছি। লাইব্রেরীগুলির পরিচালন ব্যবস্থা এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে তা প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হতে পারে এবং যথার্থ বিদ্যানুরাগীরা তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তের মানুষের কাছে এই ব্যবস্থায় সুফল যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে পারে। বলাবাহুল্য, স্বচ্ছতা, রাজনীতিবিযুক্তিকরণ ও আমজনতার স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত। যাতে দ্রুততার সাথে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে এই বিভাগের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় সেটিই আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার।

আমাদের রাজ্যের এই লাইব্রেরী ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য যাতে মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে সেটিও আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শুধুমাত্র সমাজের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করাই নয়, এর সম্প্রসারণ ঘটানোও আমাদের লক্ষ্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে রাজ্যের সকল স্তরের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে ব্রতী। আমি একথাও উল্লেখ করতে চাই যে এই বিভাগের পরিষেবা প্রদানের প্রশ্নে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার মহিলা ও সমাজের অবহেলিত মানুষ। পাশাপাশি আমরা বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্য রক্ষা, বিশেষ করে লাইব্রেরীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাচীন ও সমকালীন বইগুলি সংরক্ষণের প্রশ্নে অত্যন্ত সজাগ, সংবেদনশীল এবং আন্তরিক।

২০২১-২০২২ সালের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনার পূর্বে আমি এই সভায় এটি উল্লেখ করতে চাই যে বিগত দশ বছর যাবত এই বিভাগের কার্য পরিচালনের মধ্যে আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং শিক্ষা অর্জন করেছি তার উপর দাঁড়িয়ে আমরা আগামী দিনে আরো প্রত্যয়ের সঙ্গে ও পরিকল্পিতভাবে বিভাগীয় কার্যকলাপ পরিচালনের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে চাই যাতে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অতীতের ঘাটতিগুলি পূরণ করা সম্ভব হয়। তবে আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। যা আমরা এ যাবৎকাল করতে পারিনি তা আমাদের করতে হবে এবং মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রশ্নে অবিচলভাবে এগিয়ে যেতে হবে — এ প্রত্যয়ই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ অবগত আছেন যে, এই বিভাগের অধীন দুটি অধিকার রয়েছে — একটি গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার এবং একটি জনশিক্ষা প্রসার অধিকার।

প্রথমে আমি গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনাদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করতে চাই—সাধারণ গ্রন্থাগার জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত। সমাজের সকল স্তরের জনগণের শিক্ষার মানোন্নয়ন সহ আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিকাশের কেন্দ্র হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সাধারণ গ্রন্থাগারে সকল বয়সের মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করতে পারে। অবিভক্ত বঙ্গে ১৮৩৬ সালে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের অধীনে একটি সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু আছে। নানা প্রচেষ্টার পর ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়েছিল।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ২৪৮০টি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে, যার মধ্যে ১৩টি সরকারি, ২৪৬০টি সরকার পোষিত এবং ৭টি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার। ২৪৭৩টি সরকারি ও সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের মধ্যে একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, একটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থাগার (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি), ২৬টি জেলা গ্রন্থাগার, ২৩৬টি শহর/ মহকুমা গ্রন্থাগার এবং ২২০৯টি গ্রামীণ / এরিয়া/ প্রাইমারি ইউনিট গ্রন্থাগার আছে। জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর বিভিন্ন প্রচলিত ও আধুনিক কর্মধারার মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে অবিচল।

এই দপ্তর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিম্নলিখিত ক্রিয়া কলাপ সমূহ গ্রহণ করিয়াছে।

১) পরিকাঠামোগত উন্নয়ন :

রাজ্যের সরকারি ও সরকারপোষিত গ্রন্থাগারগুলির গৃহনির্মাণ, গৃহসংস্কার ও সম্প্রসারণসহ ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, যেমন, বই ও আসবাবপত্র ক্রয়, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি খাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, সংখ্যালঘু ও তপশীলি জাতি ও উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এলাকায় অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২) আধুনিকীকরণ :

রাজ্যের সাধারণগ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণের জন্য এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ২৫টি জেলা গ্রন্থাগারগুলির

মধ্যে ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক (ওয়্যান) গড়ে উঠেছে। মোট ৭৯৬টি গ্রন্থাগার কম্পিউটারাইজড প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। প্রায় ৩৪০০০ দুষ্প্রাপ্য ও পুরোনো বই ডিজিটাল ফরম্যাটে আনা হয়েছে। এরমধ্যে প্রায় ৩০৬৫৯টি বই পোর্টালে (www.wbpublibnet.gov.in) এখন পাওয়া যাচ্ছে।

৩) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের যৌথ প্রকল্প রূপায়িত করা :

রাজ্য সরকার নিয়মিতভাবে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন -এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প রূপায়িত করে চলেছে যাতে রাজ্য সরকার ও ভারত সরকার সমপরিমাণে টাকা প্রদান করে। এগুলির মধ্যে আছে গ্রন্থাগার নির্মাণ, স্টোরেজ ও ডিসপ্লে, বই কেনা, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিষেবা, সম্মেলন/কর্মশালার আয়োজন, বইমেলার আয়োজন, জেলা গ্রন্থাগারসমূহ ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কম্পিউটারাইজেশন প্রভৃতি। প্রকল্পগুলি কার্যকরী করার জন্য বর্তমান বছরে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৪) জেলাস্তরে গ্রন্থমেলার আয়োজন :

স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর জেলাস্তরে গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়। এই গ্রন্থমেলাগুলির মাধ্যমে জেলার গ্রন্থপ্রেমী জনসাধারণের ও জেলাস্থিত গ্রন্থাগারগুলির দ্বারপ্রান্তে তাদের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থগুলি পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়। ২০২০-২০২১ আর্থিক বছরে এই দপ্তরের প্রস্তুত করা কেন্দ্রীয় তালিকা ও ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জেলা বইমেলাগুলি সংগঠিত হয়েছে।

৫) বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বৃত্তিসহায়ক কেন্দ্র চালু রাখার ব্যবস্থা :

সরকার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ২৬টি সরকারি ও সরকারপোষিত জেলা গ্রন্থাগার, ২৩২টি শহর/ মহকুমা গ্রন্থাগারে পৃথকভাবে বৃত্তিসহায়ক কেন্দ্র চালু করেছেন এবং এরজন্য বিশেষ অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

এই ধরনের বৃত্তিসহায়ক কেন্দ্রগুলি উপভোক্তাদের কাছে খুবই সহায়ক প্রতিপন্ন হয়ে উঠছে ও জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বিশেষতঃ চাকুরীপ্রার্থী যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এ অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বিভিন্ন তথ্য, গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে এই প্রকল্পের দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং লাভবান হচ্ছে।

৬) বেসরকারি ও অপোষিত গ্রন্থাগারসমূহকে অনুদান প্রদান :

রাজ্যের বেসরকারি ও অপোষিত গ্রন্থাগার/বেসরকারি অপোষিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের প্রদত্ত পরিষেবার স্বীকৃতি হিসাবে সরকার নিয়মিতভাবে অনুদান দিয়ে চলেছেন। ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরে এই উদ্দেশ্যে ৩,৬৮,৫০,০০০ টাকা (তিন কোটি আটষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ১৪৭৪ টি বেসরকারি অপোষিত গ্রন্থাগার/বেসরকারি অপোষিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারকে বই ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৭) জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন :

যেসব গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় কোনো সরকারি বা সরকারপোষিত গ্রন্থাগার নেই সেইসমস্ত গ্রামপঞ্চায়েতে একটি করে জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে মোট ৩১৯টি জনগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে।

২০১২-১৩ সাল থেকে জনগ্রন্থাগার-সংগঠকদের সাম্মানিক ভাতা প্রতি মাসে ৮০০টাকা থেকে ১৫০০টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১৯৮টি জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র চালু আছে।

৮) ইংরাজি ও বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষার গ্রন্থ ক্রয়ের প্রস্তাবনা :

রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে নেপালি, সাঁওতালি এবং অন্যান্য সরকারি ভাষার বইগুলি যথা উর্দু ও হিন্দি ইত্যাদি ভাষার বইগুলি সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই ভাষার বইগুলিকে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রকল্পে গঠিত নির্বাচিত পুস্তক তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের বই জেলা বইমেলা থেকে ক্রয় করার জন্য গ্রন্থাগারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯) মানবসম্পদ উন্নয়ন :

রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি সার্টিফিকেট পাঠক্রম পরিচালনা করে যেটি পিপল্‌স (জনতা) কলেজ, বাণীপুর, উত্তর ২৪ পরগণায় অবস্থিত। এর ফলে শিক্ষিত বেকার এবং সরকারি ও সরকারপোষিত গ্রন্থাগারে চাকুরিরত ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন।

১০) বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সাথে যৌথ প্রয়াস :

বিদ্যালয়ের শিক্ষাধীন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাপ্রদানে সহায়তা করার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সাথে যৌথ প্রয়াসে একটি সহায়িকা কর্ণার গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রন্থাগার থেকে ১ কিমি ব্যবধানের মধ্যে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এই যৌথ প্রয়াস গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত ১৬০০টি বিদ্যালয়কে (মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক) ১৪৬২টি গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ৫৩২৪৫ জন ছাত্রছাত্রী ৫৭০৪০টি বই আদান-প্রদানের সুবিধা গ্রহণ করেছে।

১১) আদর্শ গ্রন্থাগার :

২০১৬-১৭ আর্থিকবর্ষে NASSCOM-এর অধীন IPLM-এর সহায়তায় আদর্শ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ৮৫টি আদর্শ গ্রন্থাগারের প্রশিক্ষন প্রক্রিয়া পরিসমাপ্তির পথে। প্রশিক্ষণ শেষ হলে এই গ্রন্থাগারগুলি অন্য গ্রন্থাগারগুলির আদর্শ মডেল হিসাবে কাজ করবে।

১২) Cyber Corner :

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারে ১৫টি কম্পিউটার, ৩টি কিন্ডেল ও ২টি ট্যাব সহযোগে পাঠকদের জন্য একটি Cyber Corner করা হয়েছে।

১৩) বিশেষ উদ্যোগ :

- যে সমস্ত বইপ্রেমীদের বাড়িতে বই পড়ার জায়গা নেই সেই সমস্ত পাঠক-পাঠিকারা যাতে নিজেদের বই নিজেরা নিয়ে এসে পড়তে পারেন সেই জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে **'নিজের বই নিজে পড়ো'** নামক একটি বিভাগ চালু করা হয়েছে। বর্তমানে এই বিভাগের জনপ্রিয়তার জন্য এই গ্রন্থাগারে জায়গা বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। অন্যান্য কিছু গ্রন্থাগারে **'নিজের বই নিজে পড়ো'** নামক একটি বিভাগ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- গ্রন্থাগারগুলিতে নতুন সদস্যপদ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সদস্যদের চার ধরণে ভাগ করা হয়েছে, যথা, (১) শিশু সদস্য (১৮ বছর বয়স পর্যন্ত), (২) সাধারণ সদস্য (১৮-৬০ বছর বয়স পর্যন্ত), (৩) বয়স্ক নাগরিক সদস্য (ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিগণ), (৪) গ্লোবাল সদস্য (বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ)। এখনো পর্যন্ত এই প্রকল্পে প্রায় ৩ লক্ষ পাঠক সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন।

মাননীয় সদস্যগণ, এবার সেইসব বিষয়গুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেগুলির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এই বিভাগের জনশিক্ষা প্রসার অধিকারের উপর।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ :

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় বাস্তবায়িত সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়। যেসব অসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভাবে সক্ষম ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা লাভের ব্যাপারে সহায়তা দান করতে আগ্রহী, সেইসব অসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এই অধিকার সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১৬ সালের প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রণীত আইনের সংস্থান ও প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের (দৃষ্টি ও শ্রবণ সংক্রান্ত ব্যাপারে অসমর্থ এবং মানসিকভাবে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরা) জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিদ্যালয় শিক্ষা ও ছাত্রাবাসের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা অধিকতর প্রসারিত করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। যে সমস্ত সংস্থা নির্দিষ্ট সরকারি নিয়মাবলি ও প্রনিয়ম অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে তাদের স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে এই বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে সরকারি পোষকতাপ্রাপ্ত বিশেষ বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো ৭৪ এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এইসব বিদ্যালয়ে ৫৫৪৪ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করছে। বর্তমানে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৫৮২ টি। রাজ্য সরকার আরো বেশি সংখ্যায় বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয় শিক্ষা নেটওয়ার্কের অধীনে নিয়ে আসার জন্য যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে। নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগ্রহণের মাধ্যমে এইসব বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের ব্যাপারে গুণগত উৎকর্ষসাধনের প্রতিও রাজ্য সরকার গুরুত্ব আরোপ করছে। এই ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলির প্রতি খেয়াল রেখে এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাকে শক্তিশালী করে তোলার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে বাদ্যযন্ত্র, শ্রবণ যন্ত্র, পরিবহনের সুবিধা, হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদির সংস্থানের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপ্রদান। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইনডোর এবং আউটডোর উভয় প্রকার ক্রীড়ার ক্ষেত্রেই সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত এবং শিক্ষাক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অসাধারণ কোনো কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধনা প্রদান ইত্যাদি এই ব্যাপারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে পরিধানের জুতো, বিদ্যালয়ে ব্যবহারের ব্যাগ, উৎসবের দিনে ও শীতকালে ব্যবহার্য পরিধেয় প্রদান করা হচ্ছে। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের

সঙ্গে একযোগে এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও মিড ডে মিল বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্থানীয় হাসপাতালের সহায়তায় সরকারি পোষকতাপ্রাপ্ত বিশেষ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যোগ্যতা বিচারের ক্ষেত্রে গুণমানসম্পন্ন বিদ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ২০২১-২০২২ আর্থিক বছরে বাজেটে ৯৭৯ লক্ষ টাকা এই খাতে বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ওয়েলফেয়ার হোম :

সরকারি নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিপুল সংখ্যক শিশুকে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতাভুক্ত করার জন্য সরকার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমের বিদ্যমান ৫০ টি ইউনিটের পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাকে আরো শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াস জারি রেখেছে; এই হোমগুলির মধ্যে ১০টি রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত, ১টি সরকারি পোষকতাপ্রাপ্ত এবং ৩৯টি সরকারি সহায়তাপুষ্ট। যেসমস্ত শিশুরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে প্রান্তিক পরিবারের সন্তান এবং নিজেদের প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটাতে অক্ষম তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোই হলো জনশিক্ষা প্রসার অধিকারের অধীনে এইসব হোম পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য। এইসব হোমের আবাসিকদের খাদ্য, আশ্রয় এবং অন্যান্য প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটানো ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। আবাসিকদের মধ্যে যারা ১৮ বছর বয়সে উপনীত হবে বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে (যে ব্যাপারটি পূর্বে হবে) ততোদিন তারা এইসব হোমে থাকার সুযোগ পাবে। বর্তমানে ৫২০০ জন আবাসিক ওয়েলফেয়ার হোমে রয়েছে। হোমে বসবাসকারী প্রত্যেক আবাসিক পিছু মাসিক ১৬০০ টাকা করে রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়াও আবাসিকদের বিদ্যালয়ে পরিধানের জুতো, বিদ্যালয়ে ব্যবহারের ব্যাগ, উৎসবের দিনে ও শীতকালে ব্যবহার্য পরিধেয় প্রদান করা হচ্ছে। অসরকারি সংস্থাগুলি কর্তৃক পরিচালিত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমের জন্য হোমের কর্তৃপক্ষসমূহকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির কর্তৃপক্ষকে আবাসিকদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ক্রীড়া ইত্যাদি আয়োজন করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বছর সমস্ত ওয়েলফেয়ার হোমের আবাসিকদের মধ্যে আঞ্চলিক ও জেলা স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমাপণের পরে রাজ্য স্তরে স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল মীট নামক এক বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক আবাসিকের জন্য বর্তমানে প্রদত্ত মাসিক ১৬০০ টাকার

রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি করে মাসিক ২২০০ টাকায় উন্নীত করার প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমান আর্থিক বছরে আরো বেশি সংখ্যক সরকারি সহায়তাপুষ্ট ওয়েলফেয়ার হোমের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন ও ওয়েলফেয়ার হোমের আবাসিকদের জন্য অনুমোদিত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ধান্যকুড়িয়ায় অবস্থিত ওয়েলফেয়ার হোমটির আবাসিকদের স্থান সংকুলানের জন্য উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে বরাদ্দকৃত জমিতে রাজ্য ওয়েলফেয়ার হোমের নতুন ভবন (বিশেষভাবে মহিলা আবাসিকদের জন্য) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পুরুলিয়ার ২ নং ব্লকে গোপালপুরে রাজ্য ওয়েলফেয়ার হোমের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে ওয়েলফেয়ার হোমের আবাসিকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। বর্তমান আর্থিক বছরে কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় আই টি আই, আই টি সি এবং জুনিয়র পলিটেকনিকগুলির সরকারি কলেজগুলিতে ওয়েলফেয়ার হোমের আবাসিকদের প্রশিক্ষণদানের জন্য ব্যবস্থাগ্রহণের কাজ হাতে নেওয়া হবে। ২০২১-২০২২ আর্থিক বছরে এই ক্ষেত্রে ২১০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সাক্ষরতা কর্মসূচি :

সাক্ষরতার বিষয়ে এই কর্মপ্রকল্পটি একটি নতুন ফরম্যাট এবং ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে এই কর্মপ্রকল্পটি রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২১-২২ আর্থিক বছরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে রূপায়ণ করা হবে। এছাড়াও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সচেতনতামূলক প্রচারের উদ্দেশ্যে নানাবিধ কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের আয়োজন করা হবে। ২০২১-২০২২ সালে সাক্ষরতা কর্মপ্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য এই খাতে প্রস্তাবিত বাজেটের পরিমাপ ১৩৫০ লক্ষ টাকা (কেন্দ্রীয় সহায়তার অংশ সমেত)।

শ্রমিক বিদ্যাপীঠ :

কাজের সুযোগ তৈরি এবং স্ব-নিযুক্তির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করাই শ্রমিক বিদ্যাপীঠের লক্ষ্য। সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল সন্তান, যারা সাক্ষর, কর্মহীন এবং ১৫ বছরের উপর যাদের বয়স, তারাই এই ক্ষেত্রের উদ্দিষ্ট শ্রেণি। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পাঠক্রমগুলিতে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানের কোভিড-১৯ অতিমারী জনিত অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের আয়োজন করা হবে।

জনতা কলেজ :

এই কলেজগুলি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাণীপুর এবং কালিম্পং-এ অবস্থিত। এই কলেজগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্বল্পমেয়াদি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে শিক্ষাদান করা হয়।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বৃত্তি :

এই কর্মসূচীর আওতায় নবম ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। যেসব শিক্ষার্থী সর্বশেষ পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে এবং যাদের পারিবারিক আয় বছরে ২ লক্ষ টাকার বেশি নয়, তাদের এই ধরনের বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ সালে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য বাজেটে ৪২০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এককালীন অনুদান :

কোনোরকম অপারগতা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার পোষিত নয় এমন, অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত শিশুদের জন্য কল্যাণমূলক আবাসগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। যে সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ থেকে ৫০ জন তাদের ৭৫০০০ টাকা আর যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ জনের বেশি তাদের ১,৫০,০০০ টাকা সহায়তারূপে দেওয়া হয়।

সংবর্ধনা :

বিশেষ বিদ্যালয়ের অপারগ শিক্ষার্থী এবং কল্যাণমূলক আবাসগুলির শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা সংশ্লিষ্ট বছরের মাধ্যমিক অথবা উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করবে, তারা যাতে নিজেদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে উৎসাহদানের জন্য তাদেরকে সংবর্ধিত করা হয়। যেসব শিক্ষার্থী উক্ত পরীক্ষায় সেরা বিবেচিত হবে তাকে জেলা স্তরের অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হয়।

প্রশাসনিক কাঠামোর দৃঢ়ীকরণ :

রাজ্যের মুখ্য কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয়গুলির প্রশাসনিক কাঠামোর দৃঢ়ীকরণের কর্মপ্রকল্পের (গুলির) কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০২১-২০২২ সালে এই কাজের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ২৫২ লক্ষ টাকা।

২০২১-২০২২ আর্থিক বছরে জনশিক্ষা প্রসার অধিকারের বিভিন্ন কর্মপ্রকল্প/কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ৫১০০ লক্ষ টাকা মোট বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং আপাতত এই টাকা ১৪ নং দাবির অধীনে বিভিন্ন খাতে বণ্টন করা হয়েছে।